

FQH = 15

1

হায়েয-নেফাস ও ইন্তিহাযা

মহিলাদের জরায়ু থেকে ৩ ধরনের
রক্ত নির্গত হয়

১. হায়েজ (মাসিক)

২. নিফাস (প্রসবজনিত)

৩. ইন্তিহাযা (প্রদরজাতীয়)

হায়েযের পরিচয়

হায়েযের আভিধানিক অর্থ হলো: السيلان প্রবাহিত হওয়া। আর পরিভাষায় হায়েজ বলা হয়-

هو الدم الخارج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض، في أمد معين.
 “নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট দিনে; নারীর জরায়ুর গভীর থেকে কোনো অসুখ ও প্রসব ব্যতীত যে রক্ত প্রবাহিত হয়; তাকেই হায়েয বলা হয়।”

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গে বের হলাম, হজ্জ করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যখন আমরা সারিফ নামক স্থানে উপনীত হলাম তখন ঋতুমতি হলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার নিকট আসলেন তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি বললেন; তোমার কি হলো? তোমার কি নিফাস (হায়েয) আরম্ভ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন,

هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

“এ এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তা’আলা আদম কন্যাদের জন্য অবধারিত করেছেন। অতএব বায়তুল্লাহর তওয়াফ ব্যতীত হাজীগণ যে সব কাজ করে থাকেন, তুমিও তা কর।” সহীহ বুখারি, হাদীস নং- ১১৫

হায়েযের সময়সীমা

হায়েয আসার বয়স: সর্বনিম্ন ৯ বছর বয়স থেকে শুরু হতে পারে, এর আগে হায়েয হয়না। সুতরাং ৯ বছরের আগে হলে ইস্তিহাযা বলে বিবেচিত হবে। আর সর্বশেষ ৫৫ বছর পর্যন্ত এটি হতে পারে। তবে কোনো কোনো ফক্বীহ বলেছেন ৬৫ বছর পর্যন্ত। ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়া ১/৫৩২

সর্বনিম্ন সময় হলো: তিনদিন তিনরাত। এর চেয়ে কম হলে; সেটা হবে ইসতিহাজা।

সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো: দশদিন দশরাত। এর চেয়ে অতিরিক্ত হলে সেটা হবে ইসতিহাজা।

হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة

“কুমারী ও বিবাহিতা নারীর হায়েযের সর্বনিম্ন সময় হলো তিনদিন তিনরাত এবং তার সর্বোচ্চ সময় হলো দশদিন দশরাত। অতএব যখন দশদিনের বেশী তোমরা রক্ত দেখতে পাবে; তখন এটি ইস্তিহাযা হবে।” তাবরানী শরীফ ১/৫৯৯
বাদাইয়োস সানায়া ১/৪০

নেফাসের পরিচয়

“প্রসবের পর জরায়ু থেকে প্রবাহিত রক্ত বা সন্তানের অধিকাংশ অংশ প্রসবের সাথে সাথে জরায়ু থেকে নির্গত হওয়া রক্তকে নেফাস বলা হয়।”

উল্লেখ্য; ক. ফিকহে হানাফীতে; সন্তানের অধিকাংশ বের হওয়ার পর নির্গত হওয়া রক্তকে কেবল নেফাস বলা হয়।

খ. এমন কিছু প্রসব করলেই কেবল নেফাস প্রমাণিত হবে যাতে মানুষের আকৃতি (প্রকৃতি) স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। পক্ষান্তরে যদি মহিলা গর্ভপাতের মাধ্যমে এমন ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ ভ্রূণ প্রসব করে; যাতে মানুষের আকৃতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না তাহলে প্রবাহিত রক্তকে নেফাস হিসেবে গণ্য করা যাবে না। বরং ইন্তেহাযার রক্ত হিসেবে গণ্য করে সে অনুযায়ী নিয়ম-নীতি পালন করতে হবে। ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/৩৭ শামেলা

নিফাসের সময়সীমা

নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা হলো ৪০ দিন; আর তার সর্বনিম্ন কোন সময়সীমা নেই। উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَتْ النَّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে নিফাসগ্রস্তা মহিলারা চল্লিশ দিন বা চল্লিশ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।” আবু দাউদ-৩১২

উল্লেখ্য: যেহেতু নিফাসের সর্বনিম্ন কোনো সময়সীমা নেই। তাই প্রসবের পর রক্তস্রাব বন্ধ হলেই মহিলা পবিত্র হয়ে যাবে। এমনকি ৪০ দিনের পূর্বেই যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলেও পবিত্র হবে। সুতরাং তখন গোসল করে নামায-রোযা আদায় করতে থাকবে এবং স্বামী-স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হতে পারবে।

হায়েয/নিফাসের রং

হায়েয-নিফাসের রক্তের রং কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন: গাঢ়লাল, কালো, সবুজ, গাঢ় হলুদ হালকা হলুদ, ঘোলাটে, মেটে।

মোটকথা; হায়েয-নিফাসের সময়ে কেবল সাদা ছাড়া অন্য যে কোনো রং-ই হায়েযের রং হিসাবে বিবেচিত হবে।” ফিকহুল ইবাদাহ-৬৬

ইস্তিহাযার পরিচয়

“হায়েয-নিফাস এর অভ্যাসগত দিন ব্যতিরেকে; কোন অসুস্থতাজনিত যে রক্ত নারীর জরায়ু থেকে নির্গত হয়; যা তিনদিন-তিন রাতের কম সময় অথবা দশদিন-দশ রাতের বেশী সময় হয়, তাহলে তা হায়েয নয়। বরং তা রোগ, আর এই রোগকেই শরীয়তের পরিভাষায় ইস্তিহাযা বলে।” হযরত আবু উমামা আল বাহিলি রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসূল সা. বলেছেন,

أقل ما يكون من المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة

“হায়েযের সর্বনিম্ন দিন থেকে সর্বোচ্চ দিন হচ্ছে দশ দিন; সুতরাং যদি তুমি দশের অধিক সময়ে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখ; তাহলে তা ইস্তেহাযা হিসাবে গণ্য হবে।” দারে কুতনী ১/২১৮

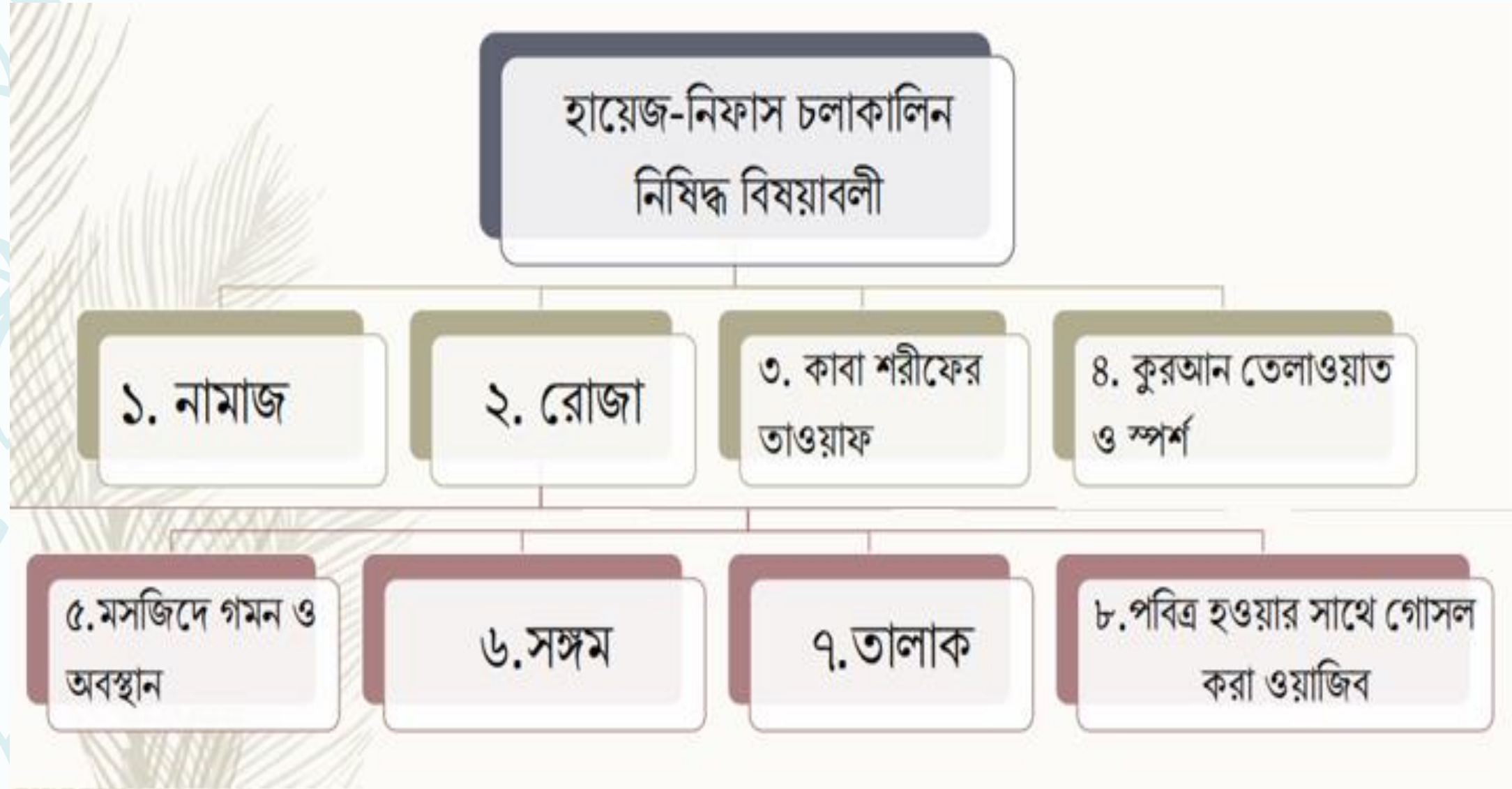
ইস্তিহাযার সময়সীমা

ইস্তেহাযার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই; এমনকি লাগাতার কয়েক বছর যাবতও হতে পারে; সাধারণত ঋতুস্রাব ও প্রসূতির নির্দিষ্ট সময় ছাড়া বা অন্য সময়ে বের হয়।

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর শ্যালিকা এবং ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাঃ) এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ বিনতে জাহাশ এর সাত বছর পর্যন্ত ইস্তিহাযা অব্যাহত থাকে। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট মাসআলা জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন,

إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَأَغْتَسِلِي وَصَلِّي . قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَأَنَّهُ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةٍ أَخْتِهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى تَغْلُو حُمْرَةَ الدِّمِّ الْمَاءِ

“এটা হায়েয নয়, বরং এটা শিরার রক্তবিশেষ। কাজেই তুমি গোসল করে সলাত আদায় করবে। ‘আয়িশা (রাঃ) বলেন, উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) তার বোন যায়নাব বিনতে জাহাশ এর ঘরে একটি বিরাট পাত্রে গোসল করতেন। তার ইস্তিহাযা রক্তের লালিমা পানিতে প্রাধান্য লাভ করত (দেখা যেত)।” বুখারী ও মুসলিম। আবু দাউদ ২৮৮



১. নামায

ঋতুবর্তী মহিলার জন্য ফরয হোক আর নফল হোক সকল প্রকার নামায পড়া নিষিদ্ধ। যদি পড়া হয় তাহলে সে নামায শুদ্ধ হবে না। এমনিভাবে ঋতুবর্তী মহিলার জন্য পরবর্তীতে সেই ছুটে যাওয়া নামাযের কাযাও করা লাগবে না।

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা উম্মু হাবীবা (রাঃ) নবী (সা.) কে রক্তস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।
‘আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর পানির পাত্র রক্তে পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

اَمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي

“তুমি হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলো পর্যন্ত সালাত পড়া থেকে বিরত থাকবে, এরপর গোসল করবো।” সহীহ মুসলিম

- ❑ কোন মহিলার যদি ওয়াত্তের শেষ দিকে হায়েয শুরু হয়; তাহলে ঐ ওয়াত্তের নামায তার উপর ওয়াজিব নয়।
- ❑ পবিত্র হওয়ার পর যদি ‘আল্লাহ আকবার’ বা তাকবীরে তাহরীমা পরিমান সময় পেয়ে যায়; তাহলে ঐ ওয়াত্তের নামায তার উপর ওয়াজিব। কোন কোন ফুকাহা বলেছেন কোন ওয়াত্তের পূর্ণ এক রাক‘আত পড়তে পারে এতটুকু সময় যদি পেয়ে যায় তাহলে উক্ত ওয়াত্তের নামায কাযা করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে সে সময়টুকু ওয়াত্তের প্রথম দিক হোক অথবা শেষ দিক হোক, কোন পার্থক্য নেই।

২. রোযা

ঋতুবর্তী নারীর জন্য ফরয-নফল সর্ব প্রকার রোযা রাখা হারাম। তবে পরবর্তীতে তার উপর ফরয রোযার কাযা করা আবশ্যিক।

উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো হায়েজ থেকে পবিত্রতার পর মহিলারা কি নামাজ ও রোজার কাজা আদায় করবে? তিনি বললেন, ‘এ অবস্থায় আমাদের রোজার কাজা আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; নামাজের নয়।’ সহিহ বোখারি ও মুসলিম

- ❑ সাওম অবস্থায় রক্তস্রাব আসলে তাহলে সাওম নষ্ট হয়ে যায়। যদিও রক্তস্রাব-সূর্যাস্তের সামান্য পূর্বে এসে থাকে। তবে পরবর্তীতে ঐ সাওমটি তার কাযা করা আবশ্যিক।
- ❑ আর যদি ফজরের একটু আগে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং বন্ধ হওয়ার পর সাওম রাখে তাহলে তা জায়েয আছে। এমতাবস্থায় গোসল ফজরের পরে করলেও কোনো দোষ নেই।

৩. কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা:

ঋতুবর্তী নারীর জন্য কা'বা শরীফের ফরয ও নফল তওয়াফ করা হারাম। যদি করা হয় তাহলে তা শুদ্ধ হবে না। তবে হজ ও উমরার অন্যান্য কাজ যেমন সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌঁড়ানো, 'আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, মুযদালিফা ও মিনায় রাত্রি যাপন করা এবং জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি হারাম নয়। অনুরূপভাবে ঋতুবর্তী নারীর জন্য বিদায়ী তওয়াফ জরুরী নয়: হজ ও উমরার করণীয় কাজগুলো শেষ করে নিজের দেশের দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে যদি কোনো মহিলার রক্তস্রাব আরম্ভ হয়ে যায় এবং রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে তাহলে বিদায়ী তওয়াফ করা থেকে উত্তম মহিলা মুক্তি পেয়ে যাবে অর্থাৎ বিদায়ী তওয়াফ করা আর লাগবে না।

৪. কুরআন তিলাওয়াত করা

সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ঋতুবর্তী মহিলার জন্য উচ্চারণ করে কুরআন তিলাওয়াত করা নাজায়েয ও নিষিদ্ধ। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ “যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না।” সূরা ওয়াকিয়া-৭৯

হাদীস শরীফে এসেছে। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন:

لَا يَقْرَأُ الْجَنْبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

“জুন্বী এবং হায়েযগ্রস্ত মহিলা কোরআন তেলাওয়াত করবেনা।” ইবনে মাজা 596/ তিরমিযী, হাদীস নং-১৩

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর বিন হাযম বলেন, রাসূল সাঃ আমর বিন হাযম এর কাছে এই মর্মে চিঠি লিখেছিলেন যে,

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

“পবিত্র হওয়া ছাড়া কুরআন কেউ স্পর্শ করবে না।” মুয়াত্তা মালিক-৬৮০

- ❑ যদি শুধু চোখ দিয়ে দেখে অথবা মুখ দিয়ে উচ্চারণ ব্যতীত শুধু মনে মনে-পড়ে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন, কুরআন শরীফ চোখের সামনে খোলা আছে অথবা কুরআন মাজীদের আয়াত সম্বলিত কোনো বোর্ড সামনে আছে। এমতাবস্থায় ঋতুবর্তী নারী যদি আয়াতগুলোর দিকে তাকায় এবং মনে মনে পড়ে তাহলে এটা জায়েয হওয়ার পিছনে কারো কোনো দ্বিমত নেই। অনুরূপভাবে কোরআনের আয়াত লিখাও জায়েয। তবে স্পর্শ করা যাবে না।
- ❑ কুরআনুল কারীমের যেসব আয়াতে দুআর মর্মার্থ রয়েছে এইগুলি দুআর নিয়তে পড়তে পারবে। তবে তেলাওয়াতের নিয়তে নয়। তেমনি ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে শব্দ শব্দ আকারে পড়তে পারবে।

৫. মসজিদে ঋতুবর্তী নারীর অবস্থান করা

ঋতুবর্তী নারীর জন্য মসজিদে, এমনকি ঈদগাহে নামাযের স্থানে অবস্থান করা হারাম। তবে বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদের ভেতর দিয়ে যেতে পারবে এবং প্রয়োজন মিটাতে পারবে।

৬. স্ত্রীর সাথে সঙ্গম

রক্তশ্রাব চলাকালীন অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা স্বামীর জন্য যেমন হারাম; ঠিক তেমনি ঐ অবস্থায় স্বামীকে মিলনের সুযোগ দেওয়াও স্ত্রীর জন্য হারাম। তখন সহবাস করা মারাত্মক গুনাহেরর কাজ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

‘আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না (সঙ্গম করবে না), যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।’

সূরা বাক্বারা, আয়াত নং-২২২

সহবাস ছাড়াই ঋতুবর্তী মহিলার সাথে মেলামেশা

ঋতুবর্তী মহিলার সাথে খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, মেলামেশা, চুম্বন, উত্তেজনাকর স্পর্শ বা জড়াজড়ি ইত্যাদি জায়েয।

মোট কথা, সহবাস ছাড়া যে কোনো কাজ ঋতুবর্তী মহিলার সাথে জায়েয। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহূদী সম্প্রদায় তাদের মধ্যে কোনো মহিলা ঋতুবর্তী হলে তার সাথে খাওয়া-দাওয়া, মেলামেশা এমনকি একই ঘরে বসবাস করাও বন্ধ করে দিতো। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন,

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

“ঋতুবর্তী নারীর সাথে সহবাস ছাড়া সব কাজই করতে পারো” সহীহ মুসলিম, ৩০২

৭. তালাক

রক্তশ্রাব অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া স্বামীর জন্য হারাম। আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে, তিনি রাসূল সা. এর যুগে তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন,

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং নিজের কাছে রেখে দেয় যতক্ষণ না সে মহিলা পবিত্র হয়ে আবার ঋতুবর্তী হয় এবং আবার পবিত্র হয়। অতঃপর সে যদি ইচ্ছে করে, তাকে রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছে করে তবে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেবো। আর এটাই তালাকের নিয়ম, যে নিয়মে আল্লাহ তা’আলা স্ত্রীদের তালাক দেয়ার বিধান দিয়েছেন।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫২৫২

উল্লেখ্য যে, তবে রক্তশ্রাব অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে তা কার্যকর হয়ে যাবে অর্থাৎ তালাক হয়ে যাবে।

৮. গোসল করা

ঋতুবর্তী মহিলার যখন ঋতুস্রাব বন্ধ হবে তখন গোসলের মাধ্যমে পুরো শরীর পবিত্র করা তার উপর ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (সা.) ফাতিমাহ্ বিনতে আবু হুবায়শ রা. কে বললেন,

وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

“আর যখন হায়েয ভাল হয়ে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলে গোসল করে পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করবো।” সহীহ মুসলিম ৬৪০